নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক্ষেপহীন ইউজিসি

শিক্ষক সংকট

রোহান চিশতী, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) তীব্র শিক্ষক সংকট রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় অর্ধেকেরও কম শিক্ষক থাকায় পাঠদান ও গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে সেশনজট। অথচ এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

২০২৫ সালের তথ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০ হাজার ৮০৯ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী অন্তত ৫৪০ জন শিক্ষক প্রয়োজন হলেও কর্মরত আছেন মাত্র ২২০ জন। এর মধ্যে ৪৭ জন শিক্ষাছুটিতে থাকায় কার্যত ১৭৩ জন শিক্ষক দিয়ে সব কার্যক্রম চলছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তরের তথ্যমতে, ৯টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে শিক্ষক আছেন ৫ বা তারও কম। দর্শন, মার্কেটিং, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও পপুলেশন সায়েন্স বিভাগে ৪ জন, পরিসংখ্যান বিভাগে ৩ জন, আর ব্যবস্থাপনা বিভাগে মাত্র ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। ইনস্টিটিউট অব নজরুল স্টাডিজে কোনো শিক্ষক নেই।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, শিক্ষক সংকটে কোর্স শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং তারা সেশনজটে পড়ছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী নূর হোসাইন বলেন, ৫টি ব্যাচের জন্য মাত্র ৩ জন শিক্ষক আছেন। বাধ্য হয়ে বাইরের শিক্ষকদের দিয়ে ক্লাস করানো হয়।

মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র রাতুল রহমান বলেন, একজন শিক্ষককে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার মান কমছে, গবেষণা ও সেমিনার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষকরা বলছেন, সংকটের কারণে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রস্তাবিত আউটকাম বেইসড এডুকেশন (ওবিই) বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান বলেন, একজন শিক্ষককে ক্লাসের পাশাপাশি খাতা মূল্যায়ন, প্রশ্ন তৈরি ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে;

এতে মান নষ্ট হচ্ছে।

উপাচার্য ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, শিক্ষক সংকট সমাধান যৌক্তিক দাবি। বিষয়টি ইউজিসিকে একাধিকবার জানানো হলেও এখনও পদক্ষেপ আসেনি। সামনে বৈঠকে বিষয়টি আবার তুলব।

ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বলেন, শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিটিতে চাহিদা উপস্থাপন করতে হয়। বাজেট সাপেক্ষে অনুমোদন দেওয়া হয়। এ মাসে জনবল বরাদ্দ কমিটির বৈঠকে বিষয়টি তোলা হবে।